সূচী

আমাদের নবীজীর জন্ম হয়েছে আরব দেশে ০০
আরব একটি ঐতিহাসিক দেশ ০০
কা’বা শরীফ নির্মাণের গল্প ০০
ইসমাঈল আ. এর কুরবানীর ঘটনা ০০
আমাদের নবীজীর পিতার নাম ছিলো আব্দুল্লাহ ০০
আব্দুল্লাহ ও মা আমিনার বিয়ে ০০
না ফেরার দেশে নবীজীর পিতা! ০০
নবীজীর জন্মের সময়টা ধীরে ধীরে ঘনিয়ে এলো ০০
ধ্বংস হলো আসহাবে ফীল ০০
জন্ম হলো নবীজীর ০০
দুধ মায়ের কোলে নবীজী ০০
শিশু নবী তার মায়ের কোলে ফিরে এলেন ০০
মা আমিনাও চলে গেলেন ০০
চাচার সাথে সিরিয়ায় সফর ০০
ভবিষ্যতের নবী ‘আল-আমীন’ ০০
দেশের সেবায় নবীজী ০০
হিলফুল ফুযুলের শপথ ০০
নবীজীর বিবাহের গল্প ০০
নতুন করে নির্মাণ হলো কা’বা শরীফ ০০
মহিয়সী খাদিজা নবীজীকে খুব ভালোবাসতেন ০০
আলোর পাহাড় জাবালে নূর ০০
হেরা গুহায় একদিন জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এলেন ০০

খাদিজা রাযি. ইসলাম গ্রহণ করলেন ০০
প্রথম সারির মুসলমান ০০
দীনী দাওয়াত বন্ধের ষড়যন্ত্র ০০
দারুন নাদওয়ায় চক্রান্ত ০০
শুরু হলো অত্যাচার ০০
সাহাবায়ে কেরামের প্রথম হিজরত ০০
ইসলাম গ্রহণের পর মানুষের সর্বপ্রথম দায়িত্ব হলো নামায ০০
প্রকাশ্যে নামায আদায় ০০
অবরোধের কবলে নবীজী... ০০
তায়েফ অভিমুখে নবীজী ০০
দুঃখের সাগরে সুখের দোলা ০০
বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে নবীজী মি'রাজে গেলেন ০০
দাওয়াতের কাজে ক্লান্তিহীন পথচলা ০০
মদীনায় ইসলামের আলো ০০
মদীনার লোকেরা নবীজীকে নিয়ে যেতে চাইলো ০০
দ্বিতীয়বার হিজরত; মদীনার পথে... ০০
নবীজীকে হত্যার ষড়যন্ত্র ০০
আল্লাহ তা'আলা নবীজীকে আদেশ করলেন হিজরত করতে ০০
ভয় পেয়ো না; আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন ০০
তিনদিন পর কুরাইশদের খোঁজাখুঁজি কিছুটা কমে এলো ০০
ইসলামের প্রথম মসজিদ হলো 'মসজিদে কুবা' ০০
নবীর শহর মদীনা ০০
মদীনায় সর্বপ্রথম মসজিদ ০০
আযান এলো যেভাবে ০০

দীনের সব কাজের কেন্দ্র হলো মসজিদ ০০
সব মুসলমান ভাই ভাই ০০
মদীনা শাসনে নবীজী ০০
জিহাদের ডাক... ০০
সাহাবায়ে কেরামের ঈমানী জযবা ০০
বদর যুদ্ধ ০০
বদর যুদ্ধে মুশরিকদের পরাজয় হলো ০০
সাহাবায়ে কেরামের প্রথম ঈদ ০০
ইয়াহুদীদের চক্রান্ত ০০
বনু কাইনুকার অভিযান ০০
আবার যুদ্ধের ডাক... ০০
মুনাফিকরা ভয়ে পিছু হটলো ০০
উহুদ যুদ্ধ ০০
উহুদ প্রান্তরে শুরু হলো মুশরিকদের পরাজয় ০০
যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলো ০০
বীরে মাউনার মর্মান্তিক পরীক্ষা... ০০
মদীনার ইয়াহুদীরা শুরু করলো নতুন ষড়যন্ত্র ০০
বনু নাযীরের যুদ্ধ ০০
নতুন শত্রু বেদুঈন ০০
খন্দকের যুদ্ধ ০০
ইয়াহুদীরা আজীবনই গাদ্দার ও কুচক্রী জাতি ০০
বনু কুরাইযার যুদ্ধ; ইয়াহুদীমুক্ত মদীনা ০০
বাইয়াতে রিযওয়ান ০০
হুদায়বিয়ার সন্ধি ০০

হুদায়বিয়ার সন্ধির পর ইসলামের বিজয় শুরু হলো ০০
দিকে দিকে ইসলামের দাওয়াত ০০
খাইবার যুদ্ধ ০০
উমরা আদায়ে মক্কার পথে... ০০
লড়াই এবার সুপার পাওয়ারের সাথে... ০০
মুতার যুদ্ধ ০০
শুরু হলো দুই লক্ষ সৈন্যের সাথে মুসলমানদের লড়াই ০০
কুরাইশরা হুদায়বিয়ার সন্ধি ভেঙ্গে ফেললো ০০
আবারো মদীনার পথে... ০০
নবী জীবনের আলো ০০
নবীজীর ছেলে মেয়ে ০০
নবীজীর দাম্পত্য জীবন ছিলো অনুসরণীয় ০০
নবীজী ছিলেন অনুপম আখলাক এবং উত্তম চরিত্রের অধিকারী ০০
নবীজী অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যেতেন ০০
অধীনস্থদের সাথে নবীজী ভালো আচরণ করতেন ০০
নবীজী নিজের কাজ নিজেই করতেন ০০
নবীজী ইবাদত বা প্রয়োজনীয় কাজ ছাড়া সময় কাটাতেন না ০০
নবীজী দেখতেও অনেক চমৎকার ছিলেন ০০
তাবুক যুদ্ধ ০০
ওপারের ডাক... ০০
বিদায় হজ ০০
আখেরাতের পথে নবীজী... ০০
নবীজীর ইন্তেকালে সাহাবীরা খুব মর্মাহত হয়ে পড়লেন ০০

বন্ধুরা !

তোমাদের সাথে গল্প শুরু করার আগে একটা প্রশ্ন করি।

সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা কত মানুষকেই না এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন; বলোতো, এসব মানুষের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার কাছে সবচেয়ে প্রিয় কে?

কি বলতে পারছো না?

দাঁড়াও, উত্তরটা আমিই দিয়ে দিচ্ছি।

পৃথিবীর এতো এতো মানুষের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার কাছে সবচেয়ে প্রিয় হলেন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আদেশ করেছেন– যখনই তোমরা তোমাদের নবীর নাম শুনবে তখনই তাঁর উপর দুরুদ পাঠ করবে। তাঁর নাম শুনলেই বলবে 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'।

শুধু তাই নয়, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তা'আলা এতো বেশি ভালোবাসতেন যে, একবার আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সাত আকাশের ওপারে একদম নিজের কাছে ডেকে নিয়েছিলেন।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, কেউ যদি আল্লাহকে ভালোবেসে থাকে; তাকে প্রথমে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করতে হবে। তাহলেই সে আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা পাবে।

তবে একজনকে অনুসরণ করতে হলে আগে তার সম্পর্কে জানতে হয়। সে হিসেবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণ করতে হলেও আগে আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের গল্পগুলো জানতে হবে।

সেজন্যই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের কিছু গল্প নিয়ে আজ তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি। চলো, তাহলে শুরু করা যাক।

আমাদের নবীজীর জন্ম হয়েছে আরব দেশে

আমাদের দেশ থেকে অনেক দূরে পশ্চিম দিকে হলো আরব দেশ। এদেশের বেশি-রভাগ জায়গা লতাপাতাহীন ধূসর মরুভূমি। কোথাও কোথাও সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে পাথুরে পাহাড়।

দেশটির তিনদিকেই সাগর। পশ্চিমে আছে লোহিত সাগর। পূর্ব দিকে আরব উপসাগর আর দক্ষিণে আরব সাগর। তিনদিকেই সাগর দিয়ে ঘেরা থাকার কারণে এলাকাটিকে বলা হয় ‘জাযীরাতুল আরব’। এর অর্থ হলো ‘আরব উপদ্বীপ’।

আরব একটি ঐতিহাসিক দেশ

হাজার হাজার বছর ধরে এই দেশে অনেক জাতি বসবাস করেছে। আমাদের আদিপিতা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের নাম তো তোমরা শুনেছ? তিনি ছিলেন আল্লাহ তা'আলার খুবই প্রিয় একজন নবী। সেজন্য তাঁকে বলা হতো খলীলুল্লাহ। এর অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলার নিখাদ বন্ধু। ইবরাহীম খলীলুল্লাহর প্রথম পুত্র ছিলেন হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম। তিনি আরবের মাটিতেই আল্লাহর বাণী প্রচার করেছেন।

প্রতিবছর সারা বিশ্ব থেকে মুসলমানরা আরব দেশে হজ করতে যান। সেই হজের কেন্দ্রবিন্দু মক্কা শহর আর কা'বা শরীফও আরবের মাটিতেই অবস্থিত। মক্কা শহর আর কা'বা শরীফের কারণে আরব দেশের মর্যাদা মুসলমানদের হৃদয়ের খুব গভীরে গেঁথে আছে।

কা’বা শরীফ নির্মাণের গল্প

আরবের নামকরা একটি শহর হলো মক্কা। সে মক্কা শহরে কালো গেলাফে ঢাকা একটি সুন্দর ঘর আছে। হজের সময় সেই ঘরের চারপাশে আমরা তাওয়াফ করি। এ ঘরকে বলা হয় বাইতুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর ঘর। এ ঘরের দিকে ফিরেই আমরা প্রতিদিন পাঁচবার নামায পড়ি। আমাদের কাছে এ ঘরের খুব পরিচিত আরেকটি নাম হলো কা’বা শরীফ।

তোমরা এখন মক্কায় গেলে দেখবে উঁচু উঁচু দালানে চারদিক ভরে আছে। কিন্তু আমি যে গল্প বলছি তা আজ থেকে প্রায় চার হাজার বছর আগের। তখন এখানে ছিলো শুধু পাহাড় আর মরুভূমি।

সেই ধূ ধূ মরুভূমিতে কিভাবে মক্কা শহর গড়ে উঠলো; কিভাবে সেখানে কা’বা শরীফ নির্মাণ করা হলো– সেটাই এখন তোমাদের বলবো।